ছোটগল্প

টিপ

তনুশ্রী পাল

বিশুর হাতের টিপ কখনও ফস্কায় না! সবাই জানে, একটিমাত্র ঢিলই যথেষ্ট। এ গাঁয়ের আম, জাম, পেয়ারা, সব ফলের গাছ আর গাছের মালিকেরাও জানে এ খবর! কিন্তু এ যাবৎ হাতে নাতে তাকে ধরতে পারেনি কেউই। এমন নিপুণ তার হাতের কাজ! সুপুরি আর নারকেল গাছ বাওয়াতেও ওস্তাদ এই ছেলে। কালো রোগা ডিগডিগে চেহারার ছেলেটার গায়ে এমন শক্তি আর মাথায় এত বুদ্ধি আসে কোথা থেকে গাঁয়ের লোকে ভেবে কূলকিনারা পায় না। দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়েছে বিশু গত শ্রাবণে। প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোরে তার নাম লেখা আছে, মাঝে মাঝে যায় বইকি স্কুলে। তবে মাসে সাকুল্যে পাঁচ বড় জোর ছ'দিন। তার বেশি নয়, পড়ালিখা করে খুব কিছু জজবেরিস্টের হওয়া যে হবে না গরিবের ছেলের সেটা তার বাপও জানে। স্কুল থিকে কত জিনিস দেয় আজকাল সে জন্য তো একটু যেতে পারে। কিন্তু সে কথা কানে নিলে তবেই না। মেরে গুঁতিয়েও তাকে স্কুলে পাঠানো যায় না। সারাদিন মাঠেঘাটে বনে বাদাড়ে ঘুরে, নদীতে ঝাঁপিয়ে, মাছ ধরে দিন কাটে তার। তবে ওর দিদি সরস্বতী বা সারু কিন্তু বেশ মেয়ে, নাইনে উঠেছে। পড়াশুনোয় ভালো, কোনওবার ফেল হয়নি। মায়ের হাতেহাতে বাড়ির কাজকম্ম সেরে স্কুলে যায়। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পাশ দিয়েছে। এখন হাইস্কুলে পড়ে। সাইকেল পেয়েছে স্কুল থেকে, বেশ সাঁইসাঁই করে দু'মাইল দূরের হাইস্কুলে যায়। কিন্তু ভাইয়ের কীর্তিকাণ্ডে তারও সবার সামনে মাথাকাটা যায়।

বাড়িতে বাপ ভোলা মণ্ডল আর সৎমা ফুলি-সহ ওরা চারজন। ভোলা শান্ত প্রকৃতির খাটিয়ে মানুষ। বাপ ঠাকুরদার আমলে চাষের জমিটমি ছিল বটে পরিবারটির, কিন্তু আটষট্টির বন্যায় সে সব গিয়েছে নদীর পেটে, ভোলার বাবার আমলেই। এখন দিনমজুরি করে, অন্যের জমিতে খেটে, একশো দিনের কাজ টাজ করে ভোলা সংসারটা চালিয়ে নেয় কোনওমতে। শখের মধ্যে তার মাছ ধরা আর গাঁয়ের কীর্তন দলে খোল বাজানো। তো এ হেন শান্তশিষ্ট বাপের ছেলে কী করে এত দুষ্টু আর চোর হয়ে উঠল সেটাই রহস্য! পাঁচ বছরের মেয়ে সরস্বতী আর দু'বছরের ছেলে বিশ্বনাথকে রেখে প্রথম পক্ষের বউ রাধা মারা গেল সাপের কামড়ে। দুই বাচ্চা নিয়ে ভারী আতান্তরে পড়েছিল ভোলা সে সময়। গাঁয়ের লোকেরাই খোকন সরকারের বয়স্ক অবিবাহিত বোন ফুলির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়, সংসারটা বাঁচে। ফুলির পায়ে খুঁত, খুঁড়িয়ে চলে তায় একটা চোখে সে দেখতে পায় না। মা মরা বোনের বিয়েতে খোকন সরকার একটা গাই -বাছুর আর নদীর ধারের একবিঘা জমি দান হিসেবে দিয়েছিল। এমনিতে মানুষ খারাপ না ফুলি। সৎ ছেলেমেয়ে দু'টিকে মাথায় করে না রাখলেও কষ্ট দিয়েছে এমন কথা কোনও শত্রুও বলতে পারবে না। সতীনের রেখে যাওয়া দুধের শিশুটিকে বড় তো করেছে। মাথায় ঘোমটা টেনে জমির কাজ করতেও বেরোয়, সেই বাছুর এখন বংশবৃদ্ধি করে সংখ্যায় তিন হয়েছে। সেই গাই গোয়ালও সামলায় ফুলি। খাটুনে মেয়ে সে, এই টানাটানির সংসারে ফুলি না এলে সব কবেই ভেসে যেত। নিজের সন্তান হয়নি ফুলির। হাসপাতাল থিকে লাইগেশন না কি যেন একটা - বাচ্চা না হওয়ার অপারেশন করিয়েছিল ভোলা। টাকাও পেয়েছিল নাকি সরকারের ঘর থেকে সে বাবদে! নিজের বাচ্চা হয়নি বলে ফুলির মনে খুব কষ্ট, এমনটাও নয়। কিন্তু সারা গাঁয়ে বিশুর এই এই চোর দুর্নামে মাথায় আগুন ধরে যায় ফুলির। বাড়িতে সৎমা খেতে দেয় না পেটভরে? তাই চুরিচামারি করে সারা গাঁয়ের লোকের ফলপাকুড় খেয়ে পেট ভরাতে হবে? রাগ করে ভাত বেড়ে দেয়নি ক'দিন ফুলি, গালে চড়ও বসিয়ে দিয়েছে শয়তান ছেলের। কিচ্ছু বলে না পজিটা, মাথা নীচু করে পায়ের নখ দিয়ে উঠোনের মাটি খোঁড়ে।

(২)

রাস্তার ধারের ঝাঁকড়া বটগাছের মোটা ডালের উপর বসেছিল বিশু পথের দিকে চেয়ে। আজও দিদির সাইকেলের পিছন পিছন সাহার গ্যারেজের বেলাল আসছে একটা লাল রংয়ের স্কুটি নিয়ে। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বিশু। দিদি প্রাণপণে সাইকেল ছোটাচ্ছে। 'ইস দিদিটা যদি খোয়াওঠা রাস্তাটায় সাইকেলসুদ্ধ পড়ে যায়?' এই নিয়ে চারদিন চুপচাপ দিদির পিছু নিয়েছে সে। এই গাছে বসেই লক্ষ রেখেছে সব! তরতর করে গাছ থেকে নেমে বটের মোটা গুঁড়ির পিছনে দাঁড়ায় বিশু। বাড়িতে মা বাবাকে কিচ্ছু বলেনি দিদি। কিন্তু মুখটা কালো করে থাকে সবসময়। তাতেই কেমন কেমন লাগছিল ওর। তারপর গাছে উঠে ক'দিন বসে থেকেই বুঝে নিয়েছে। 'দেখাচ্ছি মজা শালা আমাকে বাজারের মধ্যে শালাবাবু বলা, হ্যা হ্যা করে হাসা।' পকেট থেকে কানিভাঙা ইটের টুকরো বের করে রেডি হয়ে থাকে বিশু। গ্যারেজে সারাতে আসা একটা লাল স্কুটি নিয়ে কায়দা দেখাচ্ছে শুয়োরটা। ফাজলামি মারতে মারতে কি সব গান গাইতে গাইতে আসছে বেলাল। বটগাছটার কাছে এসে দিদির সাইকেলের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দিদি ব্রেক কষতে পারেনি। ধড়াম করে পড়েই গেল সাইকেলসুদ্ধ রাস্তার ধারে! পরপর দু'টো ইটের টুকরো বেলালের কপাল আর মাথা লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারে বিশু। একবারেই লক্ষ্যভেদ। বাপ্ রে বলে মাথায় হাত চেপে বসে পড়ে বজ্জাতটা। ফিনকি দিয়ে কপাল বেয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ে ওর সবুজ গেঞ্জি ভিজে যেতে থাকে। ভয়ে চোখ বড়বড় করে এদিক ওদিক তাকায় বেলাল, তারপর ওই অবস্থায় স্কুটি ঘুরিয়ে কোনওরকমে পালায় চোরের মতো। বিশু সামনে এসে সরস্বতীর বইয়ের ব্যাগ তোলে, সাইকেলটাকে দাঁড় করায়। জামাকাপড় ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের দিকে চেয়ে হাসে সরস্বতী, 'তুই গাছে ছিলি? বেশ করছিস, মা-বাবারে কইস না। ভালো করছিস শুয়োরটাকে মাইরে। সেদিন মালতীর হাত ধইরে টানছিল। আইজ আমারে ধইরে ফ্যালাইচিল। তুই আইতে বাইচা গেসি। বাড়ি যা এখন। স্নান কইরা ভাত খাইস। উফ্। পায়ে ব্যথা পাইসি রে। মা-বাবারে কিচ্ছু কইস না কিন্তু, স্কুল যাওন বন্ধ কইরা দিবে।' সনসন সাইকেল ছোটায় সরস্বতী স্কুলের দিকে।

বিশু নদীর দিকে হাঁটা লাগায়। ঝাপাং করে ঝাঁপ খায় জলে, ওইপাশে কিসের ভিড় দেখে সামনে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে দেখে দারুণ কাণ্ড! বাবার জালে একটা বিরাট মাছ ধরা পড়েছে! আনন্দে তার নাচতে ইচ্ছে করে। সবাই বলাবলি করে বহুদিন পর এতবড় মাছ মিলল এই নদীতে! বাবার মুখে হাসি ধরে না। কেউ কিনতে চায়, কেউ টাউনের বাজারে নিয়ে বিক্রির পরামর্শ দেয়। ভোলা বলে, 'না না বিক্রি করুম না, বাচ্চাগুলারে মাছ ভাত খাওয়াইতে পারি না কতদিন। বাড়ির লোক খাইব, পাড়াপত্তিবেশিরে দিমু। ভাগেযোগে সক্কলে মিলা মাছ খামু।' ছেলেকে দেখে কাছে ডাকে ভোলা, হাতে মাছ আর কাঁধে নিজের হাতে তৈরি জাল নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। কীভাবে মাছটা ধরা পড়ল সেই গল্প শোনায় ছেলেকে। ছোটখাটো একটা ভিড় তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। অনেকদিন পর, ভোলার ঝুঁকে পড়া পিঠটা বেশ টানটান দেখায়!

প্রাইমারি স্কুলের পাশের রাস্তায় মোড় ঘুরতেই পুলিশ ক্যাম্পের একটা লোক একগাল হাসি নিয়ে

পকেট থেকে কানিভাঙা ইটের টুকরো বের করে রেডি হয়ে থাকে বিশু। গ্যারেজে সারাতে আসা একটা লাল স্কুটি নিয়ে কায়দা দেখাচ্ছে শুয়োরটা। ফাজলামি মারতে মারতে কি সব গান গাইতে গাইতে আসছে বেলাল। বটগাছটার কাছে এসে দিদির সাইকেলের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দিদি ব্রেক কষতে পারেনি